সংবাদ

28 JUN 2013

গোয়েন্দা প্রতিবেদন

বুয়েটের ৭০ ভাগ শিক্ষকই বিএনপি-জামায়াতের অনুসারী

● আরেকটি প্রো-ভিসির পদ সৃষ্টির সুপারিশ

রাকিব উদ্দিন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছয়শ' শিক্ষকের মধ্যে ৭০ ভাগ শিক্ষক বিএনপি-জামায়াত আদর্শের অনুসারী। মাত্র ২২ ভাগ শিক্ষক বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী। অবশিষ্ট ৭/৮ ভাগ শিক্ষক নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন। তারা পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন পক্ষাবলম্বন করে থাকেন একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

সরকারবিরোধী জোটের শিক্ষকদের একচ্ছত্র প্রভাব থেকে বুয়েটকে মুক্ত করতে এক বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ও মেধাবী প্রায় ৭০/৮০ জন শিক্ষক নিয়োগদানের সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। বুয়েটে আরও একটি উপ-উপাচার্যের সৃষ্টি করে ওই পদে প্রগতিশীল বুয়েটের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

বুয়েটের : শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আদর্শের অনুসারী, দক্ষ ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষককে নিয়োগের সুপারিশ করে সংস্থাটি বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায় থেকে নিয়মিত মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুয়েটের ১৩ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষক সমিতির অধিকাংশ শিক্ষক সরকারের ঘোরতর বিরোধী। তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কোন প্রকার সহায়তা না করে স্বাভাবিক পরিবেশকে নস্যাতের চেষ্টায় লিপ্ত। এমনকি উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন শিক্ষকরা। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ উত্তপ্ত করে ভবিষ্যৎ সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু প্রশাসনিক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের তেমন কোন আগ্রহ নেই বলে গোয়েন্দারা ছাত্রছাত্রীদেও সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পেরেছে।

১৫০ শিক্ষক বিদেশে থাকায় পাঠদান ব্যাহত : জানা যায়, বুয়েটে বর্তমানে শিক্ষক আছেন ৬০৩ জন। এরমধ্যে ১৫০ থেকে ১৫৫ জন শিক্ষক উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশে দেশের বাইরে আছেন। এতে একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী শিক্ষা ছুটি নিয়ে প্রথমে ৪ বছর এবং পরে অনুমোদন নিয়ে আরও ২ বছর মোট ৬ বছর পর্যন্ত দেশের বাইরে অবস্থান করতে পারে শিক্ষকরা। বুয়েটে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক ও বিভিন্ন ইনস্টিটিউটসহ শিক্ষকের অনুমোদিত পদ ৬২২টি।

এছাড়া অ্যাডহকভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের পদ আছে ১১৮টি। ছুটি কালীন সময় অতিক্রম করার পরও যেসব শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান না করে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন তাদের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

হিযবুত তাহরীরের তৎপরতা : প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারবিরোধী শিক্ষক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় কিছু শিক্ষার্থী নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীরের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পল্টন থানা পুলিশ গত বছরের ১ অক্টোবর ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪র্থবর্ষের ছাত্র রাশেদুল ইসলাম রানা ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩য়বর্ষের ছাত্র আহমেদ সাজিদ হাসান শহীদকে গ্রেফতার করে। পরে অজ্ঞাত কারণে বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মুজিবুর রহমান ও অধ্যাপক ড. সাইফুর রহমান সরকারবিরোধী কতিপয় শিক্ষকের তৎপরতায় দু'ছাত্রের হিজবুত তাহরীর সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় মর্মে সার্টিফাই করে পুলিশ হেফাজতে থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেন।

সমিতির অপপ্রচার : বুয়েটের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কম মেধাসম্পন্নদের প্রার্থী নিয়োগ ও দলীয় মনোভাবের প্রতিফলন ঘটানোর বিষয়ে শিক্ষক সমিতির প্রপাগান্ডা ও অপপ্রচারের বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্য পায়নি গোয়েন্দারা। তবে অতীতে দলীয় সরকারের আমলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

এছাড়াও বর্তমান সরকারের সময়ে বুয়েটে ভিসি নিয়োগ, উপ-উপাচার্যের পদ সৃষ্টিসহ এসব পদে নিয়োগদান, রেজিস্ট্রারসহ কিছু পদে নিয়োগ পুনর্বিন্যাসের ফলে শিক্ষকদের বিরোধী জোটের একচ্ছত্র আধিপত্য কিছুটা খর্ব হয়েছে। এতে শিক্ষক সমিতিসহ এ সরকারবিরোধী সিনিয়র শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি পর্যায়ক্রমে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। তারাই প্রশাসনের ছোটখাটো ত্রুটি নিয়ে নানা অপপ্রচারের লিপ্ত আছেন।

প্রো-ভিসির নিয়োগ নিয়ে অপপ্রচার : বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় ২ বছর পর বুয়েটে উপ-উপাচার্য পদ সৃষ্টি করে ওইপদে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের অনুসারী অধ্যাপক ড. এম হাবিবুর রহমানকে নিয়োগ দেয়া হয়। উপ-উপাচার্য পদ সৃষ্টি ও ওইপদে নিয়োগের বিরোধিতা করে শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। অধিকাংশ সিনিয়র শিক্ষক সরকারবিরোধী শিবিরের হওয়ায় তারা উপ-উপাচার্য নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে অপপ্রচার অব্যাহত রাখে। উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষক সমিতি প্রথমে তাদের পছন্দের শিক্ষককে নিয়োগের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়েছে বলে গোয়েন্দারা বলেছে।

জানা যায়, বুয়েট ১৯৭১ সালে দুটি 'ফ্যাকাল্টি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্কিটেক্ট' এর সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে ১৮৭৬ সালে ঢাকা সার্ভে স্কুল পরে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ১৯৪৮ সালে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৭১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল না। ২০০৩ সালের পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বুয়েটের ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের ক্যাডারদের গুলিবর্ষণে নিহত হওয়ার পর বেশ কিছুদিন বুয়েটে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ২০০৩ সালের পর থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বুয়েটের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১২ সলের এপ্রিলে বুয়েটের শিক্ষক সমিতি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে প্রায় একমাস বুয়েটের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে। ফলে মেধাবি শিক্ষার্থীদের অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে ১০টি ফ্যাকাল্টিতে ৯৮৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয় বুয়েটে।